



245688 - শূকররে গণেশত খরদি করে অমুসলমিদরেকা খাওয়ানো জায়যে নয়

---

প্রশ্ন

যা ব্যক্তি নিজরে অর্থ দিয়ে সামান্য কিছু শূকররে গণেশত কনি অমুসলমিদরেকা খাইয়েছে তার হুকুম কি? যা ব্যক্তি শুধু একবার এ কাজটি করেছে তার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মুসলমি ব্যক্তি যা কাজটি করছেন সটো হারাম। সটো যা, হারাম এতে কোন সন্দেহ নেই। সহি বুখারী (২২৩৬) ও সহি মুসলমি (১৫৮১)-এ জাবরে বনি আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে মক্কা বজিয়ে বহর মক্কাতে বলতে শুনছেন যে, "নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মদ, মৃতপ্রাণী, শূকর ও মূর্তি বচোকনো করা হারাম করছেন।"

চাই সো শূকররে গণেশত ইহুদী-খ্রিস্টানদেরকে খাওয়ানো হোক, কথিবা কুকুরকে খাওয়ানো হোক, কথিবা কোন কিছুকে খাওয়ানো না হোক। কারণ শূকর বচোকনো হারাম এবং শূকররে মূল্য হারাম।

ইবনুল মুনযরি (রহঃ) বলেন: "আলমেগণ এই মর্মে ইজমা করছেন যে, শূকর বচোকনো করা হারাম।" [আল-আওসাত (১০/২০) থেকে সমাপ্ত]

ইবনুল বাত্‌তাল (রহঃ) বলেন: "আলমেগণ এই মর্মে ইজমা করছেন যে, শূকর বচোকনো করা হারাম।" [শারহু সহিহিলি বুখারী (৬/৩৪৪) থেকে সমাপ্ত]

আর শূকররে গণেশত খাওয়া সটো আরকেটি গুনাহর কাজ। যা হারাম হওয়া আল্লাহর কতিব, তাঁর রাসূলের হাদিস ও মুসলমানদের ইজমার মাধ্যমে জানা যায়।

আর যা ব্যক্তি এই কাজ একবার বা একাধিকবার করেছে তার কর্তব্য হল— আল্লাহর কাছে খালসেভাবে তওবা করা, কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা, পুনরায় এমন কর্মে লিপ্ত না হওয়া, আল্লাহর বধিনের ক্ষেত্রে কারো সাথে কোন আপোষ না করা, কোন মানুষের সন্তুষ্টি তলব না করা এবং রহমানের অবাধ্য হয়ে কোন মানুষের নকৈট্য লাভের চেষ্টা না করা।



যদি সবে ব্যক্তি কোনো মুসলমি বা কাফেরকে খাওয়াতে চায় তাহলে হালাল ও ভাল কিছু খাওয়াতে পারে এবং হালাল ও ভাল জনিসি পান করাতে পারে। কাউকে আল্লাহ্ৰ অবাধ্য হতে সহযোগিতা করবে না এবং অন্যকে খাওয়ানো বা পান করানোর জন্য নজিও তার প্রতাপালকরে অবাধ্য হবে না।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।